বিদ'আতী ইমামের পিছনে সলাত আদায়ের বিধান

ও

বিদ'আতকে ভাগকরণ এবং বিভিন্ন বিদ'আতী যিক্‌র

বিদ'আতী ইমামের পিছনে সলাত আদায়ের বিধান

ও

বিদ'আতকে ভাগকরণ এবং বিভিন্ন বিদ'আতী যিক্‌র

মূল : **শাইখ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.)**

অনুবাদ : **হাফেয রায়হান কাবীর বিন আবদুর রহমান**

সম্পাদনা : **শাইখ শামসুদ্দীন সিলেটী**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের দু'টি কথা

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৎকর্মশীল বান্দাদের উপর।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

আর আমি মানুষের মধ্যে দিনগুলো পরিবর্তন করে থাকি।[১]

সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈ এবং তাবে তাবেঈগণের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। পরবর্তী সময়ে ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মতবাদ ও মতভেদ সৃষ্টি হয়। কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস থেকে মুসলমানগণ দূরে সরে যেতে থাকে। ফলে তারা শির্ক, বিদ'আত এবং বিভিন্ন কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

১. সূরা আলু-ইমরান ৩:১৪০

এর ধারাবাহিকতা হিসেবে বর্তমান মুসলমানরা আরো বেশী উক্ত কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। এ সমস্ত কর্ম থেকে বের হয়ে আসার পথ হচ্ছে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসরণ, অধিক পরিমাণে জ্ঞানের চর্চা, জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.) এর আলোচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা অনুবাদ করে বই আকারে সাজিয়েছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এটি শায়খের লেখা স্বতন্ত্র কোন বই নয়। বরং তাঁর লিখিত ফাতাওয়ার কিতাব থেকে চয়নকৃত কয়েকটি মাসআলার একত্রিত রূপ মাত্র। পাশাপাশি আলোচনার শুরুতে শায়খ যোবায়ের আলী যাঈ (রহ.) কর্তৃক রচিত কিতাব 'বিদআতি কি পিছে ইক্বতিদা' হতে মনীষী এবং মুহাদ্দিসগণের মতামতসমূহ এখানে তুলে ধরেছি যাতে করে পাঠকবৃন্দের মনের চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়। পরিশেষে আল্লাহর দরবারে দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা আমাদের উভয় জগতের কামিয়াবী দান করুন। আর আল্লাহ তা'আলা শায়খ (রহ.)-কে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমীন!

রায়হান কাবীর
দাওরা হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া

সূচিপত্র

অনুবাদকের দুটি কথা ——— ০৫
বিদ'আতিদের পিছনে সলাত আদায় করা বৈধ হবে কি? ——— ০৯
বিদ'আতের প্রকারভেদ ——— ১২
বিদ'আতিদের ব্যাপারে সাহাবীদের আচরণ ——— ১৬
বিদ'আতিকে মাসজিদ থেকে বের করে দেয়া ——— ১৭
বিদ'আতিদের ব্যাপারে তাবেঈদের দৃষ্টিকোণ ——— ১৮
সিক্বাহ তাবেঈ ইমাম আবূ ইদরিস খাওলানি-এর মন্তব্য ——— ১৯
মুহাদ্দিস সালাম বিন আবূ মুতি-এর ফাতাওয়া ——— ২০
ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন ——— ২১
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর ফাতাওয়া ——— ২১
ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন ——— ২২
ইমাম ওয়াকী বিন আল-জাররাহ (রহ.)-এর ফাতাওয়া ——— ২৪
ইমাম ইয়াজিদ বিন হারূন (রহ.)-এর ফাতাওয়া ——— ২৪
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ফাতাওয়া ——— ২৫
ইমাম যুহায়র বিন আলবাবী (রহ.)-এর ফাতাওয়া ——— ২৬

ইমাম আবূ উবাইদ আল কাসেম বিন সালাম এবং ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মুঈন (রহ.)-এর ফাতওয়া ——— ২৬
ইমাম আবূ বকর আল-আজরী (রহ.)-এর ফাতাওয়া ——— ২৭
ইমাম ক্বওয়ামুস সুন্নাহ (রহ.)-এর ফাতাওয়া ——— ২৮
বিদ'আতিদের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর বাণী ——— ২৮
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে কষ্ট দাতা কে? ——— ২৯
বিদআত এবং বিদ'আতিদের উপর ইবনু উমার (রা.)-এর অসন্তুষ্টি ——— ৩০
বিদ'আতকে ওয়াজিব হারাম এবং আরো অন্য নামে ভাগ করা প্রসঙ্গে ——— ৩৩
বিদ'আতী ইমামের পিছনে সলাত আদায়ের বিধান ——— ৪০
নবী (সা.) এর জন্মদিবস পালন উপলক্ষে সমবেত হওয়া এবং বিদ'আতে হাসানাহ প্রসঙ্গ ——— ৪৬
নবী (সা.) এর জন্মদিবস উপলক্ষে সমবেত হওয়ার হুকুম প্রসঙ্গ ——— ৫৬
হু হু এবং অন্য শব্দ দ্বারা আওয়াজ করে যিক্‌র করা ——— ৬৪
কিছু সংখ্যক মানুষ একত্রিত হয়ে পাথর কিংবা দানা দ্বারা তাসবীহ গণনা করা ——— ৭০
মানুষ মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির গৃহে বিছানা বিছিয়ে হাততালি দেয়া, নাচানাচি করার মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ ——— ৭৩
প্রমাণপঞ্জি ——— ৭৫
অনুবাদকের বইসমূহ ——— ৭৭
প্রাপ্তিস্থান ——— ৭৮
নোট ——— ৭৯

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রশ্ন: বিদ'আতিদের পিছনে সলাত আদায় করা বৈধ হবে কি?

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হল "সলাত"। ঈমান গ্রহণের পর-পরই যার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই সলাত আদায় হওয়া চাই নির্ভেজালভাবে। যার প্রতিদান একমাত্র জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ দিয়েছেন। এই "সলাত" জামা'আতের সাথে আদায় করার জন্য অনেক হাদীস এসেছে এবং সেখানে অনেক তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। তাই জামা'আতের সাথে "সলাত" আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি।

তবে যার পিছে একত্রিত হয়ে জামা'আতের সাথে "সলাত" আদায় করবে, উক্ত ইমাম কেমন হওয়া উচিত? তিনি যদি বিদ'আতি হন তাহলে কোন ধরনের বিদ'আত তার মধ্যে রয়েছে? যে বিদ'আত ইবাদত ক্বুবুল হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক? উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন মাজীদ, সহীহ হাদীস, সাহাবা এবং বিভিন্ন মনীষীগণের মতামতগুলো উল্লেখ করা হল। যাতে করে পাঠক বৃন্দ সমাধানের পথ খুঁজে পায়। বিশেষ করে সৌদি আরবের প্রধান মুফতি শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.) যিনি উক্ত মাসআলার সুন্দর একটি সমাধান দিয়েছেন, যা পাঠকবৃন্দ মনের খোরাক পেয়ে যাবেন ইন শা-আল্লাহ! নিম্নে প্রশ্নালোকে উত্তর প্রদান করা হল।

উত্তর: ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে দ্বিতীয় রুকন হচ্ছে "সলাত"। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ﴾

"তোমরা সলাত কায়িম কর, যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সঙ্গে রুকূ' কর।"[২]

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ

'তুমি তাদের সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত "সলাত" ফরয করে দিয়েছেন।[৩]

এই পাঁচ ওয়াক্ত "সলাত" জামা'আতের সাথে ইমামের পিছনে আদায় করা উচিত।

রাসূল (সা.) এক ব্যক্তিকে বললেন :

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَا بِالصَّلَاةِ؟

'তুমি কি সলাতের আযান শুনতে পাও?

২. সূরা বাক্বারাহ ২: ৪৩
৩. বুখারী হা: ৭৩৭২ মুসলিম হা: ১৯

সেই ব্যক্তি বললো হ্যাঁ, তখন রাসুল (সা.) তাকে বললেন, তাহলে তুমি তার উত্তর দিবে (অর্থাৎ মাসজিদে গিয়ে ইমামের পিছনে সলাত আদায় করবে)'[৪]

এই হুকুম এবং অন্যান্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, (সহীহ আক্বীদা) ইমামের পিছনে জামা'আতের সাথে "সলাত" আদায় করা আবশ্যক, তবে যদি শারঈ ওযর থাকে তাহলে আলাদা কথা। যদি ইমাম সাহেব সহীহ আক্বীদার অনুসারী না হয়, বিদ'আতি হয়। তাহলে এ সংক্রান্ত মাসআলায় লম্বা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নে তা আলোকপাত করা হ'ল।

বিদ'আতের প্রকারভেদ

বিদ'আতিদের দু'টি বড় প্রকার রয়েছে :

১. বিদ'আতে সুগরা (ছোট বিদ'আতি) যেমন: পূর্ববর্তী শীআগণ। উদাহরণ: শীআ ব্যাক্তিত্ব আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম প্রমুখ। অন্যত্রে রয়েছে সাহাবী আলী (রা.)-কে উসমান (রা.)-এর চাইতে উত্তম মনে করা।

২. বিদ'আতের কুবরা (বড় বিদ'আতি) যেমন রাফেযীগণ।[৫]

শায়খ যোবায়ের আলী ঝাই অন্যত্রে লিখেছেন যেমন তাক্বদীর অস্বীকারকারী, জাহমিয়া, মু'তাযিলা, মুনকিরিনে হাদীস প্রভৃতি।

যিনি ছোট ধরনের বিদ'আত করেন, তার বিষয়টি গ্রহণ যোগ্য, তবে জমহুর আলেমদের নিকট শর্ত হ'ল তাকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) এবং সত্যবাদী হতে হবে।

বিদ'আতে কুবরা (বড় বিদ'আাতি)। এটি দু প্রকার :

১. বিদ'আতে মুফাসসেকাহ বা ফাসেক বিদ'আতি। যেমন খারেজি প্রমূখদের বিদ'আত।[৬]

---

৫. মিযানুল ইতিদাল ১ম খন্ড, পৃ: ৩-৫, হাদিয়ুস সারী পৃ: ৪৫৯
৬. ফাতহুলবারী খন্ড-১০ পৃ: ৪৬৬, হাদিয়ুসসারী পৃ: ৩৮৫

২. বিদ'আতে মুকাফফারাহ বা কুফরি বিদ'আতি। যেমন জাহমিয়া প্রমূখদের বিদ'আত। যদি বিদ'আতে মুকাফফারাহ (কুফরিমূলক বিদ'আত) হয়, তাহলে এ ধরনের ব্যক্তির হুকুম প্রত্যাখ্যাত।[৭]

বিদ'আতিদের সর্ম্পকে কুরআন হাদীস সাহাবা এবং বিভিন্ন মনীষীদের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

কুরআনুল কারীম থেকে :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا﴾

বল, 'আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দেব নিজেদের 'আমলের ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হল সে সব লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে।[৮]

৭. ইখতেসার উলুমিল হাদীস লি-ইবনে কাসীর, পৃ: ৮৩
৮. সূরা কাহফ ১৮: ১০৩-১০৪

(উক্ত আয়াতটি কাদের সম্পর্কে?) কেউ কেউ বলেন, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের সর্ম্পকে। কেউ বলেন, খারেজিদের ও অন্যান্য বিদ'আতিদের সর্ম্পকে, কেউ বলেন, মুশরিকদের সর্ম্পকে বলা হয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা হ'ল, এই আয়াত ব্যাপকভাবে ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা দলকে বুঝানো হয়েছে। যাদের মধ্যে উক্ত গুণাবলী আছে।[৯]

অন্যত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

অতঃপর তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা সলাত হারালো, আর লালসার বশবর্তী হল। তারা অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।[১০]

এখানে وَاتَّبَعُوا الشَّهوٰتِ (কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ) বলতে:

(ক) দুনিয়া পূজারি- মদ, যেনা, দুনিয়াপ্রীতি প্রভৃতি হারাম কাজে আসক্ত ব্যক্তি এবং (খ) বিদ'আতি- ইচ্ছামত শরীয়তের মধ্যে সংযোজনকারী উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে হাদীস দ্বারা তা সুস্পষ্ট হয়।

৯. সালাহুদ্দীন ইউসুফ রচিত তাফসীরে আহসানুল বায়ান, আলোচ্য আয়াতের তাফসীর দ্র:
১০. সূরা মারইয়াম ১৯: ৫৯

সহীহ হাদীস থেকে:

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (সা.) বলেন:

سَيَأْتِيْ أُمُوْرَكُمْ بَعْدِيْ رِجَالٌ يُطْفِئُوْنَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُوْنَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا. فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ : (تَسْأَلُنِيْ يَابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهُ).

অচিরেই আমার পরে এমন সব লোক তোমাদের আমীর (নেতা) হবে। যারা সুন্নাতকে মিটিয়ে দেবে এবং বিদ'আতের অনুসরণ করবে এবং "সলাত নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেবে। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি তাদের পাই, তবে কী করবো? তিনি বললেন, হে উম্মু আবদ-এর পুত্র। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে তুমি কি করবে? "যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যচারণ করে তার আনুগত করবে না"[১১]

অপর কিছু হাদীসে "সলাতের" ওয়াক্ত পিছিয়ে দেয়া ব্যক্তিদের পিছনে "সলাত" আদায়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

১১. ইবনু মাজাহ, কিতাবুল জিহাদ বাব: لا طاعة في معصية الله আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

"প্রথমে তুমি সঠিক ওয়াক্তে সলাত পড়ে নেবে, পরে তাদের সাথে জামাতে পড়বে এটা তোমার জন্য নফল হবে।"[১২]

নবী করীম (সা.) বলেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .

"যে এমন কোন আমল করলো যে ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই তবে তা বাতিল।"[১৩]

অর্থাৎ এখানে মূলত: বিদ'আতি আমলের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিদ'আতিদের ব্যাপারে সাহাবীদের আচরণ

বিদ'আতিকে সালাম না দেওয়া, তাবেঈ নাফে (রহ.) বলেন,

إِنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يُقْرِأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ .

১২. সহীহ মুসলিম হা: ৬৪৮, মেশকাত হা: ৬০০
১৩. সহীহ মুসলিম হা: ১৭১৮, বিচার অধ্যায়